

ନିଉ ଥିଯେଟାମେର :- ମୀରାବାଈ



MIRABAI : 1933

চরিত্র

রাণা কুষ্ট	দুর্গাদাম বন্দোপাধায়
মীরাবাই	শ্রীমতী চন্দ্রাবতী
চাঁদভট্ট	পাহাড়ী সান্ত্যাল
সুনন্দা	শ্রীমতী মলিনা
অভিরাম সিংহ	...	অমর মলিঙ্ক
তামুসিংহ	শৈলেন পাল
রূপ গোস্বামী	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
লালবাই	শ্রীমতী নিভানন্দী
চারণ	শ্রীমতী ইন্দুবালা
মন্দরকুমার	শ্রীজিতেন গোস্বামী
পরিচালক—দেবকী	কুমার বসু	চিত্রশিল্পী—নীতীন বসু
শব্দযন্ত্রী—মুকুল বসু	সঙ্গীত পরিচালক—রাইটার বড়াল	

পরিবেশক :- অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ

মীরাবাই

রাণা কুষ্ট তাহার পাশ্চী মীরাবাই'র বাসনামুহায়ী চিত্তোরে রংগছোড়জীর মন্দর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মীরাবাই সেই মন্দিরে সর্বদা পূজানিরত থাকিতেন।

তরুণ রাঠোর মন্দরকুমার ঝালোয়াড়ের সন্দৰ্ভে কথা অলকানন্দাকে দেখিয়া তার প্রশংসনস্ক হন এবং মহারাণী মীরাবাই'র নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। মীরাবাই তাহার প্রধান ভক্ত চাঁদভট্ট ও তাহার দ্বী সুনন্দাকে রংগছোড়জীর পূজার ভার দিয়া মন্দরকুমারকে গোপন রূপ্তন্ত্র পথ দিয়া কৃত্তমের দুর্ঘেশে প্রেরণ করেন। সন্দৰ্ভ অভিরাম সিংহ ও রাণার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভামুসিংহ কৃকার্যিত থাকিয়া তাহা দেখেন এবং রাণার নিকট আপিয়া ও সংবাদ জ্ঞাপন

করেন। মহারাণা কৃষ্ণ মহারাণী মীরাবাই ও মন্দরকুমারকে রূপ্তন্ত্র পথের বাহিরে বন্ধু করেন। মন্দরকুমার হর্ছ হইতে গোপন পলায়ন করেন।

দেবী ভৌমার মন্দির প্রাপ্তিশে সন্দৰ্ভে অভিরাম সিংহ, কুমার ভারু সিংহ, ও রাজের প্রধান সামস্তগণ মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, চিত্তোরের চির পুরাতন শাক্ত ধর্মের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইলে মহারাণী মীরাবাই'এর ও বিরুদ্ধচরণ করিতে কেহ বিধা বৈধ করিবেন না। নির্যাতিতী এক চারণী তাহাদের পোগন মন্ত্রণা সভার যাদ্বা প্রদান করে।

একদিন পূজারতা মীরাবাই'র কঠো এক মুক্তার মালা দেখিয়া মহারাণা কৃষ্ণ সন্ধিহান হইয়া প্রশংসন করেন। কিন্তু মহারাণী মীরাবাই'র নিকট হইতে সঠিক উত্তর প্রাপ্ত হন না। ধ্যানমংগল মীরাবাই'র অঞ্জাতসারে রাণার ভয়ী শালবাই ঐ-মালা তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন।

ইত্যাবসরে মীরাবাই'র বিকলে নানা অভিযোগ ও কুমুদ রাগার কর্ণগোচর হয় এবং তাঁহার সন্দেহ বক্ষমূল হয়। তিনি মহারাণীকে রংগছোড়জীর পূজা বন্ধ করিতে আদেশ দেন।

রাণার আদেশ উপেক্ষা করিয়া মীরাবাই পূর্বাহ্যযায়ী ভক্তদের সহিত পথে পথে নাম কার্তৃন করিয়া বেদাইতে লাগিলেন।

মীরাবাই'র এবিষ্ম আচরণে রাণা কৃষ্ণ হইয়া রংগছোড়জীর মন্দির কামান দ্বারা ধ্বংস করিতে উগ্রত হন। নাম গানে মতা মীরাবাই এই সংবাদ শ্বরণে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করেন।

কয়েকদিন পরে রাণা মীরার উপর কুটি হইয়া তাঁহাকে চিতোর হইতে নির্বাসিত করিলেন এবং অস্তী বস্তিতে বিধা বৈধ করিলেন না।

সন্দৰ্ভ অভিরাম সিংহ ইতিমধ্যে তাঁহার জনৈক বিখ্যাতী অমুচর ঘোষমূল দ্বারা সুনন্দাকে তাঁহাদের পর্য কুটীর হইতে অপহরণ করিয়া আনেন।

এদিকে রাঠোর অক্ষকারে সন্দৰ্ভ অভিরাম সিংহ তাঁহার হীন অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় দেবী ভৌমার মন্দির সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া উৎসবের অযোজন করিলেন এবং রংগুবক্ষ বৈষ্ণবদের সম্মুখে সুনন্দাকে নৃতা করাইতে অমুচরবর্গকে আদেশ দিলেন কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যাপ্ত হইল।

মীরাবাই ছাঁথে অভিমানে বৃদ্ধাবনের পথে যাত্রা করিলেন। পথে দারুণ উর্ধ্যোগের মাঝে মীরাবাই তাঁহার ভক্ত চাঁদভট্ট, সুনন্দা ও চারণীর মাঝকাছ শান্ত

করেন এবং সকলে মিশিত হইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। অবশ্যে ভুত

কল্প গোষ্ঠীর দ্বারে সকলে উপস্থিত হন।

মহারাগা কুস্ত সত্য ঘটনা জ্ঞাত হইয়া অমৃতগ্রহ হনয়ে মৌরাবাই'এর
অবসেক্ষণে বৃন্দাবনে আসেন। মৌরাব নথর দেহ দর্শন করিবার সাবকাশ তিনি
পাইয়াছিলেন কিন্তু তখন মৌরাব অবিনখর আআ বিলীন হইয়া গিয়াছিল তাহার
ইষ্ট দেবতার মাথে।



গীত।

(১)

তুঁহারি কারণ সব হৃথ ছাঁ ডুঁ

কাহে মোহে তৃষ্ণিত রাখ

অব তুহ মোহে ছাড়ি নাহি সাজৰ

চৱণ পাশ প্ৰতু ডাক !

বিৱহ বাথা লাগে মৱম কী অন্দৱে,

সো তুহ আওয়ে বুৰাও ;

মাৰাদালী জনম জনম কী

অঙ্গমে অঙ্গ লাগাও —

প্ৰতুজী ময় চিত্তমে চিত্ত মিশাও ।

(২)

শুনি ম্যায় হৱি আওয়ান কী আওয়াজ ।

মহল প্ৰাসাদোপোৰি

সৱলৌৰে রহি চড়ি

কবু আওয়ে ময়ু মহারাজ

ধৰণী ধৰল নব নব রূপ

কাস্ত মিলন সাজ ।

মৌৱা কী চিত দৈৱয না ধৰে—

তুহা মিলো চিতৱাজ ।

(৩)

মায় চাকুৰ রাখ জি গিৰিধাৰী লাল,

চাকুৰ রাখ জি !

চাকুৰ রহি রহি, কানন রচয়ব

নিতি উঠি দৱশন পাৰ ;

বৃন্দবনকৌ কুঞ্জ গলিনদে

তুঁহার গুণ গান গাব ।

আধী রাত প্ৰতু দৱশন দিয়ো

প্ৰেম নদী কোতীৱা॥

(১১)

শপথের মিথ্যা ছলে,
ধৰংসের বহু জলে,
ভাঙনের কন্দু খেলা,
লুটাবে সাগর তলে ।

রহবি হেথা যেমন আছিস, তেমনি করে পাথৰ ঘিরে
বজ্র বাণীর উঠবে সে সুর, তোদের বুকের পঁজৰ টিরে
ভৈরবী ভীমার খড়গ অসি,
ঝঞ্চার বানবনে পড়িল থসি,
নহে ভূমিতলে, পড়ে তোমারি গলে,
অট্টহাশ্ব উঠে খলখলে ॥

(১২)

মধু যামিনী, মধু যামিনী, মধু যামিনী ॥
কত কত মধুরাতি এমনি উজলি উঠে
এমনি আঙেয়া আঙে জালে
কত কত চাতকী এমনি ফুকারি উঠে,
জলদ না বৱষা ঢালে,
কত কত চিত মাঝে, চিতার আণুগ জলে
তবু চীৎকারে মধুযামিনী ।

(১৩)

আমাৰ আঁথিতে রহগো নন্দচুলাল
মূৰতি মোহনিয়া, আমল সুৱতিয়া, কমল লোচন বিশাল ।
অধৰ সুধারস মূৱলী বাজে কঢ়ে দোলে জয়মাল।
কটিদেশে শোভে ঘণ্টি-মেথলা, মঞ্জীৰে মধুটাল,
কন্ধু বুৰু কন্ধু বুৰু হৃপৱ বোলে, চৱণে চৱণে তোলে তাল ॥

— — —

II-II-33

ମୋହାରାମ



এক আনা

Released: 11-11-1933

ଶ୍ରୀରାଧାର



এক আনা

ଶ୍ରୀରାବାଇ



ଶ୍ରୀରାବାଇ - ଶ୍ରୀମତୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ

ମୀରାବାଇ

ଚରିତ୍

ରାଗା କୁନ୍ତ	...	ଦୁର୍ଗାଦାସ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାରୀ
ମୀରାବାଇ	...	ଶ୍ରୀ ମତୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ
ଚାନ୍ଦଭଟ୍ଟ	...	ପାହାଡ଼ୀ ସାଙ୍କ୍ୟାଳ
ସୁନ୍ଦନୀ	...	ଶ୍ରୀ ମତୀ ଲଲିନା
ଅଭିରାମ ସିଂହ	...	ଅମର ମଞ୍ଜିକ
ଭାରୁସିଂହ	...	ଶୈଲେନ ପାଳ
କୁପ ଗୋଦ୍ଧାରୀ	...	ମନୋରଙ୍ଗନ ଭଣ୍ଡାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଲାଲ ବାହି	...	ଶ୍ରୀ ମତୀ ନିଭାନନ୍ଦୀ
ଚାରଣ	...	ଶ୍ରୀ ମତୀ ଇନ୍ଦ୍ରବାଲୀ
ମନ୍ଦରକୁମାର	...	ଶ୍ରୀଜିତେନ ଗୋଦ୍ଧାରୀ

ପରିଚାଳକ—ଦେବକିକୁମାର ବନ୍ଦୁ

ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ—ନୀତିନ ବନ୍ଦୁ

ଶବ୍ଦଶନ୍ତ୍ରୀ—ମୁକୁଳ ବନ୍ଦୁ

ସଞ୍ଜୀତ ପରିଚାଳକ—ଝାଇଚାନ୍ଦ ବଡ଼ାଳ

ମୀରାବାଇ

ରାଗା କୁନ୍ତ ତାହାର ପତ୍ନୀ ମୀରାବାଇଏର ବନ୍ଦନାମୟ୍ୟାୟ ଚିତୋରେ ରଙ୍ଗଛୋଡ଼ଙ୍ଗୀର ନିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଲେନ । ମୀରାବାଇ ମେଇ ମନ୍ଦିରେ ସର୍ବଦା ପୂଜାନିରତ ଥିଲେ ।

ତରଣ ରାଠୋର ମନ୍ଦରକୁମାର କାଳୋଯାରେର ସର୍ଦ୍ଦାର-କଣ୍ଠ ଅଲକାନନ୍ଦାକେ ଦେଖିଯାଇଲେ ଏବଂ ମହାରାଣୀ ମୀରାବାଇଏର ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜ୍ଞାପନ କରେନ ।



ମୀରାବାଇ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ଚାନ୍ଦଭଟ୍ଟ ଓ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁନ୍ଦନାକେ ରଙ୍ଗଛୋଡ଼ଙ୍ଗୀର ପାଇବାର ଭାର ଦିଯା । ମନ୍ଦରକୁମାରକେ ଗୋପନ ହୃଦୟ ପଥ ଦିଯା କୁନ୍ତମେରୁ ଦୂରେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ରଣ କରେନ । ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଭିରାମ ସିଂହ ଓ ରାଗାର କର୍ଣ୍ଣିତ ଭାତା ଭାନୁସିଂହ ଆଯିତ ଥାକିଯା ତାହା ଦେଖେନ ଏବଂ ରାଧାର ନିକଟ ଆସିଯା ଏ ସଂବଦ୍ଧ ଜ୍ଞାପନ

মহারাণা কুষ্ট মহারাণী মীরাবাই ও মন্দরকুমারকে শুরঙ্গ পথে
করেন। মন্দরকুমার দুর্ঘ হইতে গোপনে পলায়ন করেন।
বাহিরে বন্দী করেন। মন্দরকুমার শান্ত ধর্মের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইলে মহারাণী মীরাবাই এরও বিরক্তাচরণ

দেবী ভৌমার মন্দির প্রাঙ্গণে সর্দার অভিরাম সিংহ, কুমার ভানুসিংহ ও
রাজ্যের প্রধান সামন্তগণ মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, চিতোরের চির পুরাতন
শান্ত ধর্মের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইলে মহারাণী মীরাবাই এরও বিরক্তাচরণ



অভিরাম সিংহ—অমর মঞ্জিক



চারণি

করিতে কেহ বিধা বোধ করিবেন না। নির্যাতিতা এক চারণী তাঁহাদের গোপন
মন্ত্রণা সভায় বাধা প্রদান করে।

একদিন পুজারতা মীরাবাই এর কঠো এক মুক্তাৰ মালা দেখিয়া মহারাণা কুষ্ট
মন্দিহান হইয়া প্রশ্ন করেন। কিন্তু মহারাণী মীরাবাই এর নিকট হইতে সঠিক
উত্তর প্রাপ্ত হন না। ধ্যানমগ্না মীরাবাই এর অজ্ঞাতসারে রাগার ভগী লালবাই
ঐ মালা তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন।



রাণা কৃষ্ণ—হর্ষনাম বন্দ্যোপাধ্যায়
ইত্যবস্তে মীরাবাই'এর বিকল্পে নানা অভিযোগ ও কৃত্ত্ব রাণা কর্ণগোচর

হয় এবং তাহার সন্দেহ বক্তব্য হয়। তিনি মহারাণীকে রণচোড়জীর পূজা বন্ধ করিতে আদেশ দেন।

রাণার আদেশ উপেক্ষা করিয়া মীরাবাই পূর্বাম্বায়া ভক্তদের সহিত পথে পথে নাম কীর্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।



মীরাবাই'এর এবিষ্ঠ আচরণে রাণা কৃক হইয়া রণচোড়জীর মন্দির কামান গাহায়ে ধ্বংস করিতে উদ্যত হন। নাম গানে মতা মীরাবাই এই সংবাদ শ্রবণে আছিরে আসিয়া তাহাকে বাধা প্রদান করেন।

কয়েকদিন পরে রাণা মীরার উপর কৃক হইয়া তাহাকে চিতোর হস্তে মন্দিরাস্ত করিলেন এবং অস্তা বলিতেও দ্বিদ্বা বোধ করিলেন না।

সর্দার অভিরাম সিংহ ইতিমধ্যে তাহার জনেক বিশাসী অশুচর ঘোধমন পূরা সুনন্দাকে তাহাদের পর্ণ কুটীর হইতে অপহরণ করিয়া আনেন।

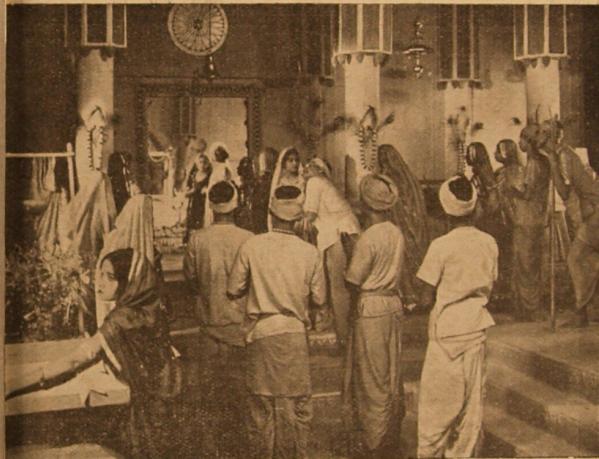
এদিকে রাত্রির অক্ষকারে সর্দার অভিরাম সিংহ তাহার হীন অভিলাষ পূর্ণ ওয়ায় দেবী ভূমার মন্দির সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া উৎসবের আয়োজন

করিলেন এবং রজ্জুর বৈষণবদের শম্ভুরে সুনন্দাকে নৃত্য করাইতে অনুচরবর্গকে
আদেশ দিলেন কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা বার্থ হইল।

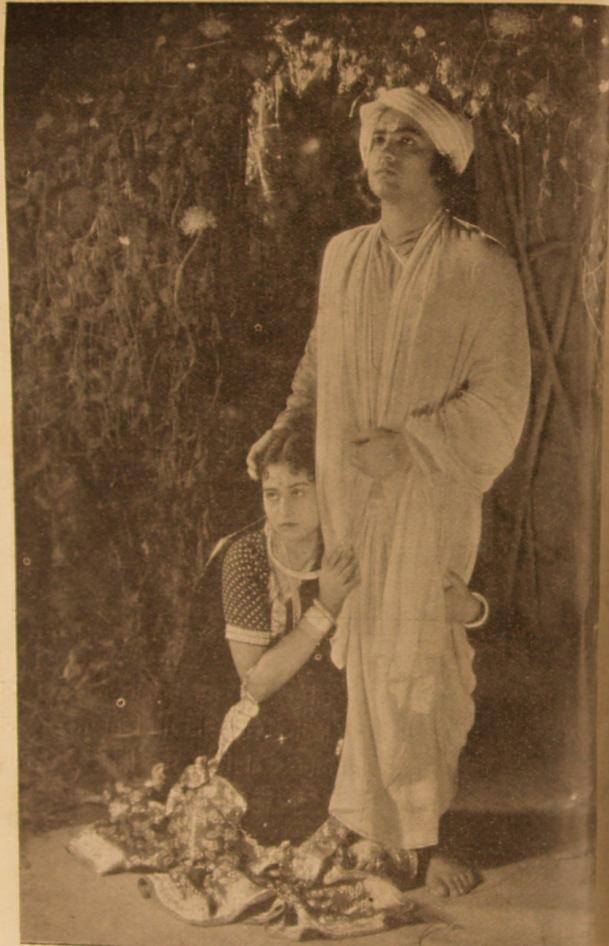


মীরাবাই—শ্রীমতী চন্দ্রাবতী

মীরাবাই ছাঁখে অভিমানে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করিলেন। পথে দাকুণ
র্যাগের মাঝে মীরাবাই তাঁহার ভক্ত চাঁদভট্ট, সুনন্দা ও চারণার সাক্ষাৎ লাভ
রেন এবং সকলে মিলিত হইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে ভক্ত
গোস্বামীর দ্বারে সকলে উপস্থিত হন।



মহারাণা কৃষ্ণ সত্য ঘটনা জ্ঞাত হইয়া অমৃতপুর হৃদয়ে মীরাবাই'র অনুসরানে
বৃন্দাবনে আসেন। মীরার নখর দেহ দর্শন করিবার সাবকাশ তিনি পাইয়াছিলেন
কিন্তু তখন মীরার অবিনশ্র আঙ্গা বিলীন হইয়া গিয়াছিল তাঁহার টঁট দেবতার
পথে।



— মীরাবাই—

(১)

তুঁহারি কাৰণ সব শখ ছাড়িয়ু
কাহে মোহে তৃষ্ণিত রাখ ;
অব তু হ মোহে ছাড়ি নাহি সাজৰ
চৰখ পাৰ্শ প্ৰভু ডাক !
বিৱহ বাধা লাগে মৱম কা অনুৱে,
সো তু হ আওয়ে বুৰাও ;
মীরাদাসী জনম জনম কী
অঙ্গমে আঙ লাগাও—
প্ৰভুজী মম চিত্তমে চিত্ত মিলাও

(২)

শুনি মায় হরি আওয়ান কী আওয়াজ !
মহল প্ৰাসাদোপৰি
সজনীৰে রহি চড়ি
ক্ৰ আওয়ে মথু মহাৱাজ !
ধৰণী ধৰল নব নব রূপ
কাঞ্চি মিলন সাজ !
মীরা কী চিত ধৈৰয় না ধৰে—
দুৱা মিলো চিতৱাজ !

(৩)

ময় চাকর রাখ জি, গিরিধাৰা লাল,
চাকর রাখ জি !
চাকর রহি রহি, কানন রচয়ব
নিতি উঠি দৱশন পাব ;
হৃদ্বাবনকী কুণ্ড গলিমে
তুহার শুণ গান গাব।
আধী রাত প্ৰভু দৱশন দিয়ো
প্ৰেম নদীকো তীৱৰ।

(৪)

মেৰো জনম মৱণ কৌ সাথী
তোহে না বিসৰি দিন রাতি।

(৫)

মেৰো গিৰিধৰ গোপাল হৃসৱা না কোই।
যাকে শিৱ মৌৰ মুকুট মেৰো গতি সোই।
শঙ্ক-চক্ৰ-গদ-পদ্ম কৃষ্ণমাল সোই,
তাত মাত ভাত বন্ধু আপন না কোই,
ছাঁড় দই কুলকী কান কেয়া কৰেগা কোই
সন্তোন সন্ধ-বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোই
আবতো বাত ফয়েল গই জানে সব কোই—
আনুয়ান জল সিঁচ সিঁচ প্ৰেম বেলি বোই—
মীৱা প্ৰভু লগন লাগি, হোনি হো সো হোই।

(৬)

এয়সো জনম নেহি বাৰংবাৰ।
প্ৰিয়া মিলন যামিনী উৎসব মনাৰে—
ফাণুগকে দিন চাৰ।
বিন সুৱ রাগ মুখ সো গাবে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রণকাৰ
ষট্টকে সব পাই খোল দিয়ে ছায়,
লোকলাজ সব ডার,
মীৱাকে প্ৰভু গিৰিধৰ নাগৱ
চৱণ কমল বলিহাৰ।

(৭)

গাও জয় জাৰিত হে ভগবান।
মধু মিলন যামিনী অভিসাৱিক।।
প্ৰেম পূজাৱ পঞ্চ প্ৰদাপ জালি,
জালো হে ইন্দ্ৰিয় পঞ্চ শিখা।।
মৰ্ম্মোৱ কামনাৱ দীপিকা টানি,
রঞ্জিত কৱি তোল কপুৱ দানি,
চুলোও চামৰ কুস্তল জালে,
শঙ্কাৰি জাকে অশ্বলিখা।।
চিত্তাৱতী আজি মীৱাৱ চিত্তে,
নৃত্যে নৃত্যে তোল সুৱীতিক।।

(୮)

হরি কো চৱণ পৱণ পাই ।
 যুগ যুগ ধৰি, যাহাৰ মিলনে রহি,
 সে পদ কমল স্থথদায়ী ॥

(୯)

খোল দ্বাৰ, খোল দ্বাৰ ।
 মনেৰ দেউলে আজি এ আগল কেন আৱ ।
 বিৱহেৰ বৱষায় নয়ন যে ভেসে যায়,
 চিত্তহারা মীৱা কাঁদে, কোথা মম চিত্তৱায় ।
 ছি ডে ফেল মায়া ডোৱ, আবৱণ ছলনাৱ,
 ভেঙ্গে ফেলো কাৱাগার এ ধৱাৱ দেহভোৱ ॥

(୧୦)

চিত নকন কাহে বিলম্বায় ।
 মেৱো বাদৱ আওয়ত সৰ ঠারি ;
 ইতঘন গৱজে, উতঘন তৱজে,
 বিজুৱী চমক বিধাৱি ।
 দিশি দিশি দামিনী ঘকঘক চমকত,
 চলত পৰন প্ৰবালী ;
 বিৱহ দহনে মেৱো প্ৰাণ জলত হায়,
 সিঞ্চি জুড়ত তমুবেলী ;
 প্ৰাণ রহত যব দৱশন দিয়ো,
 চৱণে বাখোহি প্ৰাণ হামাৱি ;
 মীৱা দাসী, চৱণ উপাসী,
 চৱণ-কমল পূজাৱি

(୧୧)

শপথেৰ মিথ্যা ছলে,
 পংসেৰ বান্ধি জলে,
 ভাঙমেৰ কন্দি খেলা,
 লুটাবে সাগৱ তলে ।
 রইবি হেথা যেমনি আছিস, তেমনি কৱে পাথৱ ঘিৱে,
 বজ বাঁশীৰ উঠবে সে সুৱ, তোদেৱ বুকেৱ পাঁজৱ চিৱে ।
 ভৈৱৰী ভৌমাৱ খড়গ অসি,
 বাঙ্গাল বান্বানে পতিল খসি,
 নহে ভূমিতলে, পড়ে তোমাৱ গলে,
 অট্টহাঙ্গ উঠে খলখলে ॥

(୧୨)

মধু যামিনী, মধু যামিনী, মধু যামিনী ।
 কত কত মধুৱাতি এমনি উজলি উঠে,
 এমনি আলেয়া আলো জালে
 কত কত চাতকী এমনি ফুকাৱি উঠে,
 জলদ না বৱষা ঢালে ;
 কত কত চিত মাৰ্বে, চিতাৱ আগুণ জলে,
 তৰু চীৎকাৱে মধুযামিনী ।

superficial skin-symptoms
with swelling, pain, redness, and ulceration.
The disease continues with these symptoms
despite various efforts made to cure it,
and the skin becomes thickened, discolored, and
ultimately disappears.



PRINTED BY
KAMALA KANTA DALAL AT THE KANTIK PRESS
44, KAILAS ROSE ST., CALCUTTA.